তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবিতে ছাত্র ধর্মঘটে আরও ৪১টি পরীক্ষা স্থগিত : অচলাবস্থা নিরসনে আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

লাগাতার ধর্মঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তাহব্যাপী অচলাবস্থা নিরসনে কর্তৃপক্ষ আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পরিষদ সিন্ডিকেটের সাত সদস্যের একটি কমিটি ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে আজ আলোচনায় বসবে। গতকাল প্রশাসনিক ভবনে অনুষ্ঠিত জরুরি সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেই সঙ্গে ধর্মঘটের কারণে আজ ও আগামীকালের নির্ধারিত মোট ৪১টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ছাত্রলীগ এ উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও ছাত্রদল আলোচনায় বসার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে। অবশ্য ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন লাল্টু বলেছেন, 'কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমরা কোন আনুষ্ঠানিক আহ্বান পাইনি। চিঠি পেলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।' ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনার জন্য উপাচার্য একে আজাদ চৌধুরীকে প্রধান করে গঠিত কমিটির সদস্যরা হলেন, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহাদত আলী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ, সূর্যসেন হলের প্রভোস্ট আফম ইয়ুসুফ হায়দার, সহযোগী অধ্যাপক শরীফ উল্লাহ ভূইয়া, সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ মহব্বত আলী এবং বিচারপতি কেএম সোবহান। এছাড়া প্রক্টর অধ্যাপক নূর-উন নবীও এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। আলোচনার জন্য ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবর চিঠি দেয়া হয়েছে। দুপুর ঢাবি : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৫

ঢাবি : ধর্মঘট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

১২টায় প্রশাসনিক ভবনে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফ্রন্ট এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কমিটির সদস্যরা পৃথক আলোচনা করবেন। এর আগে কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য গত ২৬ জুলাই পরিবেশ পরিষদের সভা আহ্বান করেছিল। কিন্তু ছাত্রলীগ ছাড়া অন্যান্য ছাত্রসংগঠন সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করায় সভা স্থগিত করা হয়। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, হলে হলে তল্লাশি, বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেয়াসহ পাঁচ দফা দাবিতে ছাত্রদল এক সপ্তাহের আলটিমেটাম দিয়ে ২০ জুলাই লাগাতার ধর্মঘটের ঘোষণা দেয়। ধর্মঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্টি হয় অচলাবস্থা। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা এবং ক্লাসসহ সব একাডেমিক কার্যক্রম থেমে গেছে। প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন সেশনজটের কবলে পড়েছে। সিন্ডিকেটের জরুরি সভা শেষে গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভিসি একে আজাদ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখা ও ধৈর্য্যশীল হওয়ার জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। কর্তৃপক্ষের এ পদক্ষেপে আন্দোলনরত ছাত্র সংগঠনের ইতিবাচক সাড়া না পেলে সিন্ডিকেটের সদস্যদের নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রোববার সম্ভাব্য সাক্ষাৎ শেষে তার পরামর্শ অনুসারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে উপাচার্য জানান।

এদিকে ছাত্রলীগ আজ ছাত্র ধর্মঘট প্রত্যাখ্যান করে ক্লাসের উদ্দেশ্যে বই খাতা হাতে সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে হল থেকে যাত্রা করার পূর্বঘোষিত কর্মসূচি পালন করবে। অন্যদিকে ছাত্রদল ধর্মঘট কর্মসূচি পালনে যেকোন বাধা প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছে। এ কারণে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে।